36

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে দুর্নীতি

চেয়ারম্যানের অর্থ লোপাটের বিরুদ্ধে মামলার ফাইলটি ধামাচাপা

কুমিল্লা, ৩ জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের উর্ধতন কর্মকর্তার অনিয়ম ও দুর্নীতিতে প্রশাসন ব্যবস্থায় জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, বোর্ডের চেয়ারম্যান নিয়মবহির্ভূতভাবে অভিনব কায়দায় তদারকির নামে বছরে ১ লাখ টাকা করে আত্মসাত করছেন। বোর্ডের হিসাব সমন্বয়ের তদারকির নামে প্রতিমাসে মূল বেতনের অতিরিক্ত আট হাজার টাকা করে উত্তোলন করছেন। প্রতিবছর এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার দু'টি ফলাফল প্রকাশনার তদারকি হিসাবে ৫টি শূন্য বেতনের সমপরিমাণ ৪৫ হাজার টাকা করে ৯০ হাজার টাকা বছরে অতিরিক্ত সম্মানী গ্রহণ করছেন। যা সরকারী আর্থিক নিয়মের পরিপন্থী।

জানা গেছে, ১৯৯৪ সালের নবেম্বর মাসে কয়েক লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৪০৯ ও ১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার বিধানমতে বিচার্য অপরাধ করায় দুর্নীতি দমন ব্যুরো বর্তমান চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা রেকর্ডের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি না দেয়ায় ফাইলটি চাপা পড়ে আছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, কয়েক বছর আগে বোর্ডের দু'টি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে '৯৩ সালের মার্চে এক সভায় সংশ্লিষ্ট কতিপয় কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্তের সিদ্ধান্ত হয়। এতে ৫ জন কর্মচারীকে বাধ্যতামূলকভাবে অসদাচরণের দায়েও নিয়ম-শৃঙ্খলাবহির্ভূত কাজের জন্য বরখাস্ত ও অবসর প্রদান করা হয়।